সংবাদ | সাক্ষাৎকার | টক-শো | ম্যাগাজিন

The DhakaChat বাংলা

ই-পেপার

www.thedhakachat.com

২০ আগস্ট ২০২৫ | বুধবার

আন্তর্জাতিক মানের ভোট আয়োজনে ৪০ লাখ ইউরো দেবে ইইউ

ডেস্ক রিপোর্ট: আন্তর্জাতিক মানদণ্ড মেনে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজনে সহায়তা করতে বাংলাদেশকে ৪০ লাখ ইউরো দেবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)।

মঙ্গলবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠক শেষে ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার সাংবাদিকদের এ কথা জানান, খবর বিডিনিউজ টুয়েন্টিফোর।

মিলারের নেতৃত্বে ছয় সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল এদিন সিইসির সঙ্গে ঘণ্টাব্যাপী বৈঠক করে। বর্তমান ইসির সঙ্গে এটি ইইউ রাষ্ট্রদূতের চতুর্থ বৈঠক।

বৈঠক শেষে মাইকেল মিলার বলেন, বাংলাদেশে একটি গণতান্ত্রিক নির্বাচন আয়োজনে ইউরোপীয় ইউনিয়ন 'সহযাত্রী' হিসেবে কাজ করছে।

"আজ আমি বিশেষভাবে এসেছি বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনকে জানাতে যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ৪ মিলিয়ন ইউরোর বেশি সহায়তা দেবে, যাতে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে নির্বাচন আয়োজন করতে পারে।

সিইসির সঙ্গে বৈঠক 'অত্যন্ত ফলপ্রসূ' হয়েছে মন্তব্য করে ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত বলেন, "আগামীতে এ নিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাবে আমরা।"

কেবল ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধিদল নয়, ইউরোপীয় পার্টনারশিপ ফর ডেমোক্রেসির প্রতিনিধিরাও ছিলেন মিলারের সঙ্গে।

মিলার বলেন, "তারা আমাদের বাস্তবায়নকারী অংশীদার—নির্বাচন বিশেষজ্ঞ। তারা এখানে থাকবেন যাতে আসন্ন নির্বাচনে নাগরিক পর্যবেক্ষণকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। পাশাপাশি ভোটার এডুকেশনকেও আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি।

"ইউরোপীয় ইউনিয়ন হিসেবে আমরা আমাদের অংশীদার বাংলাদেশ এবং অবশ্যই নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করতে বদ্ধপরিকর, যাতে তারা সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন করতে পারে।"

নির্বাচন কমিশনকে নানা ধরনের সহায়তা দেওয়ার বিষয়টি তুলে ধরে মাইকেল মিলার বলেন, তারা দক্ষতা উন্নয়ন, বিশেষজ্ঞ পরামর্শ দেওয়া, কার্যকরী পরিকল্পনা তৈরি ও বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় নির্বাচন কমিশনকে সরাসরি সহায়তা করবেন।

"আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশে আমাদের কাজের অন্যান্য ক্ষেত্রের মত এখানেও স্বাধীনতা, দক্ষতা এবং দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা। ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশকে একটি অগ্রাধিকারমূলক দেশ হিসেবে বিবেচনা করছে, বিশেষত, সম্ভাব্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন নির্বাচন পর্যবেক্ষণ মিশনের জন্য।"

এক প্রশ্নের জবাবে মিলার বলেন, নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের কাজ।

"আমরা এখন আলোচনা করছি বাস্তবিক কিছু পদক্ষেপ নিয়ে, যা নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করবে। আমরা এখানে এসেছি আমাদের দক্ষতা কাজে লাগাতে। কারণ আমরা চাই, আপনাদের নির্বাচন যেন সত্যিই গ্রহণযোগ্য হয়, আন্তর্জাতিক মানের হয়, অবশ্যই অবাধ ও সুষ্ঠু হয়।"

আগামী মাসে ইইউর প্রাক নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দল ঢাকায় আসবে বলে ইইউ রাষ্ট্রদূত জানান।

তিনি বলেন, "আগামী মাসে প্রযুক্তিগত বিশেষজ্ঞদের একটি দল বাংলাদেশে আসবে। এটি পূর্ণাঙ্গ পর্যবেক্ষণ মিশন নয়। বিশেষজ্ঞদের কাজ হবে যাচাই করা যে এখানে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ মিশন পাঠানোর জন্য সঠিক পরিবেশ তৈরি হয়েছে কিনা। আমরা সক্ষমতা ও বাস্তবতা যাচাই করছি।"

আরেক প্রশ্নের জবাবে মিলার বলেন, "আমরা বিভিন্ন উদ্যোগ হাতে নিচ্ছি। ভোটার এডুকেশন, দেশীয় পর্যবেক্ষক সংগঠনগুলোকে মাঠপর্যায়ে কাজের সক্ষমতা দেওয়া, নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে কাজ করা এবং ছোট ছোট নাগরিক সংগঠনের সঙ্গে কাজ করা। পাশাপাশি ভুয়া তথ্য প্রতিরোধে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে আলোচনা অব্যাহত থাকবে।"

ভুয়া মামলা থেকে অব্যাহতি পাবেন নিরপরাধরা

ডেস্ক রিপোর্ট: জুলাই-আগস্টে সংঘটিত ঘটনায় যাঁদের গণহারে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে মামলার আসামি করা হয়েছে—এমন নিরপরাধ ব্যক্তিদের ভুয়া মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এ লক্ষ্যে দেশে ফৌজদারি কার্যবিধি ১৮৯৮ (কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিওর)-এর ১৭৩ ধারায় 'অন্তর্বর্তীকালীন তদন্ত প্রতিবেদন ইত্যাদি' শিরোনামে নতুন একটি বিধান যুক্ত করা হয়েছে। এসংক্রান্ত একটি পরিপত্র শিগগিরই জারি করবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, এটি কার্যকর হলে নিরপরাধ ব্যক্তিদের দ্রুতই মুক্তির ব্যবস্থা করা হবে।

সূত্র আরো জানায়, প্রস্তাবিত পরিপত্রে ভুয়া মামলা থেকে নিরপরাধ ব্যক্তিদের অব্যাহতি দিতে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে আইন উপদেষ্টা/আইনমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি, মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার এবং জেলা পর্যায়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে তিনটি কমিটি গঠন করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এই কমিটিগুলোই মামলা থেকে নিরপরাধ ব্যক্তিদের অব্যাহতি দিতে চূড়ান্ত সুপারিশ দেবে। জানতে চাইলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের আইন অধিশাখার প্রধান কাজী মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বলেন, 'জুলাই-আগস্টে সংঘটিত ঘটনায় যাদের গণহারে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে মামলার আসামি করা হয়েছে এবং তা তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে—এমন ব্যক্তিদের ভুয়া মামলা থেকে অব্যাহতি দিতে সিআরপিসিতে নতুন ধারা হয়েছে। সেটি কার্যকর করতে শিগগিরই পরিপত্র জারি করো হবে।

সূত্র জানায়, সিআরপিসির ১৭৩-এর নতুন ধারায় বলা হয়েছে:

১. অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন তলব : এখন থেকে মামলার তদন্ত চলাকালে যেকোনো পর্যায়ে পুলিশ কমিশনার, জেলার পুলিশ সুপার বা সমমর্যাদার কোনো ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা তদন্তকারী কর্মকর্তাকে মামলার অগ্রগতির বিষয়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারবেন।

২. অব্যাহতি : অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদনে যদি কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপর্যাপ্ত তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার নির্দেশে সেই প্রতিবেদন আদালতে (ম্যাজিস্ট্রেট বা ট্রাইব্যুনাল) দাখিল করা যাবে। আদালত ওই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সন্তুষ্ট হলে সেই ব্যক্তিকে মামলা থেকে অব্যাহতি দিতে পারবেন।

৩. পুনরায় অন্তর্ভুক্তির সুযোগ : অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তি অব্যাহতি পেলেও সেটি চূড়ান্ত নয়।

যদি তদন্ত শেষে সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত ও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহলে পুলিশ প্রতিবেদনে (ধারা ১৭৩ অনুযায়ী) তার নাম পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করতে কোনো বাধা থাকবে না। উল্লিখিত ধারার আওতায় যেসব প্রতিবেদন জমা দেওয়া হবে তা চুলচেরা বিশ্লেষণ ও যাচাই-বাছাই করতেই মূলত তিনটি কমিটি গঠন করা হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, প্রচলিত আইনে মামলা হওয়ার পর তদন্ত করে প্রমাণ পেলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী ওই ঘটনায় অভিযোগপত্র দাখিল করে। ফৌজদারি কার্যবিধি ১৮৯৮-এর ১৭৩ ধারায় মামলার তদন্ত শেষে আদালতে প্রতিবেদন দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এ ধারায় পুলিশকে যত দ্রুত সম্ভব তদন্ত শেষ করতে বলা হলেও কোনো সুনির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়নি।

এতে বেশির ভাগ মামলার তদন্ত শেষ করে আদালতে প্রতিবেদন দিতে মাসের পর মাস এমনকি বছরের পর বছর পর্যন্ত সময় নেন তদন্ত কর্মকর্তারা। এর বাইরে রাজনৈতিক ও প্রভাবশালী বিভিন্ন মহলের চাপেও তদন্তে দীর্ঘসূত্রতা তৈরি হয়।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অভিযোগ, মামলার তদন্ত হয় এজাহারে (এফআইআর) থাকা অপরাধের অভিযোগের ওপর ভিত্তি করে। তদন্ত শুরু হলে মামলার এজাহারে নাম থাকা অনেক আসামি সেই অপরাধে জড়িত ছিলেন না বলে তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে নিশ্চিত হওয়া যায়। তবে আইনগত সীমাবদ্ধতার কারণে পুলিশি প্রতিবেদন দেওয়ার আগে তাঁকে দায়মুক্তি দেওয়ার সুযোগ থাকে না। আবার পুরো ঘটনা সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে পুলিশও প্রতিবেদন দিতে পারে না। এতে অনেক নিরপরাধ ব্যক্তির হয়রানির ক্ষেত্র তৈরি হয়। সরকার ও পুলিশের পক্ষ থেকে নিরপরাধ ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার বা হয়রানি না করতে নির্দেশনা দেওয়া হলেও তা উপেক্ষিত থাকছে। তদন্তে মামলার অন্তর্বর্তী প্রতিবেদনের বিধান যোগ করে ফৌজদারি কার্যবিধি ১৮৯৮-এর অধিকতর সংশোধন করে প্রণীত অধ্যাদেশ গত ১০ জুলাই গেজেট জারি হয়েছে।

এর আগে গত ২৯ জুন ফৌজদারি কার্যবিধি সংশোধনের প্রস্তাব অনুমোদন দেয় উপদেষ্টা পরিষদ। ওই দিন বৈঠকের পর আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল সাংবাদিকদের বলেছিলেন, 'সরকারের কিছু জিনিস নিয়ে আমরা নিজেরাই বিব্রত। একটা হচ্ছে ভুয়া বা মিথ্যা মামলা করা; আরেকটা হচ্ছে মামলার ঘটনা সত্যি, কিন্তু সেখানে অনেক লোককে আসামি করে মামলা বাণিজ্য করা। সে জন্য আমরা সবার সঙ্গে আলোচনা করে সিআরপিসিতে একটা গুরুত্বপূর্ণ চেঞ্জ এনেছি। আশা করছি, পুলিশ প্রশাসন ও আদালত যেসব মামলায় গ্রেপ্তার বাণিজ্য হচ্ছে, মামলা বাণিজ্য হচ্ছে, যাদের বিরুদ্ধে প্রাথমিক তদন্তে কোনো রকম প্রমাণ পাওয়া যাবে না, তাদের বিচার শুরুর আগেই মামলার তালিকা থেকে বাদ দিতে পারবে। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কেউ যদি ভুয়া মামলা বা হয়রানিমূলক মামলার শিকার হন, তাঁদের বিচার শুরুর আগেই রেহাই দেওয়া।'

স্বাধীনতার বিরোধীরা পিআর পদ্ধতির কথা বলছে: মেজর হাফিজ

ডেস্ক রিপোর্ট: স্বাধীনতাবিরোধী ও সরকারের সৃষ্ট এমন দুটি রাজনৈতিক দল পিআর (সংখ্যানুপাতিক) পদ্ধতিতে নির্বাচন চায় বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদ।

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের ৪৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন, খবর বাংলানিউজ টুয়েন্টিফোর।

মেজর (অব.) হাফিজ বলেন, যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না তারা নতুন নতুন তত্ত্ব আনছে। পিআর নিয়ে ধোঁয়াশার সৃষ্টি করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, সংস্কার কার্যক্রমে বিএনপিকে বিরোধী পক্ষ বানানোর চেষ্টা চলছে। সংবিধান সংশোধনের একমাত্র অধিকার তাদেরই, যারা জাতীয় সংসদে নির্বাচিত হয়ে আসবে, অন্য কারও অধিকার নেই।

জামায়াতে ইসলামীর সমালোচনা করে বিএনপির সিনিয়র এই নেতা বলেন, জামায়াত অদ্ভুত কথা বলছে। এ দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে দেবে না। একটা মৌলবাদী, পশ্চাৎমুখী রাষ্ট্রব্যবস্থা তৈরি করে জনজীবনে দুর্ভোগ সৃষ্টি করতে চায় এরা।

দেশের মানুষের জন্য যাদের কোনো ত্যাগ নেই, তারা নির্বাচনে বিঘ্ন ঘটানোর চেষ্টা করছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

নির্বাচন নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে: দুলু

ডেস্ক রিপোর্ট: বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্য অ্যাডভোকেট এম রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু বলেছেন, 'নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে।'

তিনি বলেন, 'আমরা একদিকে ফ্যাসিস্টের বিচার চাই, অন্যদিকে গণতন্ত্রের সংস্কার চাই। সেইসেঙ্গে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনও চাই। আর এই নির্বাচন যথাযথ সময়ে না হলে বাংলাদেশের গণতন্ত্র আবারও বিপন্ন হতে পারে।'

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) নাটোরে স্বেচ্ছাসেবক দলের ৪৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন,খবর সমকাল। বেলা ১১টার দিকে নাটোর শহরের আলাইপুর এলাকা থেকে জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের উদ্যোগে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে কানাইখালী প্রেসক্লাব চত্বরে এসে শেষ হয়। পরে সেখানে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

যুক্তরাজ্য থেকে আসছে তিন কার্গো এলএনজি

ডেস্ক রিপোর্ট: যুক্তরাজ্যের কোম্পানি টোটাল এনার্জিস গ্যাস অ্যান্ড পাওয়ারের কাছ থেকে অক্টোবর মাসের জন্য তিন কার্গো এলএনজি কিনছে সরকার।

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে এলএনজি কেনার এসব প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি অবলম্বন করে এই কেনাকাটা করা হচ্ছে।

একটি কার্গোতে প্রতি ইউনিট এলএনজির দাম ধরা হয়েছে ১১ দশমিক ৩৪ ডলার।

আরেকটিতে ইউনিট মূল্য ধরা হয়েছে ১১ দশমিক ৪৪ ডলার।

তৃতীয় কার্গোর এলএনজিতে ইউনিট মূল্য ধরা হয়েছে ১১ দশমিক ৫৪ ডলার হিসাবে, খবর বিডিনিউজ টুয়েন্টিফোর।

অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমদ বলেন, “একমাস দুই মাস পর পর গ্যাসের দাম বাড়ানোর চাপ ছিল। কিন্তু সেটা আমরা করিনি। আমরা চেয়েছি গ্যাসের সরবরাহ যেন ঠিক থাকে এবং দামও যেন না বাড়ে। আজকে যেসব গ্যাস কেনা হয়েছে এর দামও কমই পড়েছে।”

এদিন বৈঠকে সার কেনা এবং পাঠ্য পুস্তক ছাপানোর কয়েকটি প্রস্তাবও অনুমোদন পেয়েছে।

এর মধ্যে কানাডিয়ান করপোরেশনের কাছ থেকে প্রতি টন ৩৬১ ডলার দের ৮০ হাজার টন এমওপি সার, প্রতি টন ৫৮৪ দশমিক ৬৭ ডলার মূল্যে মরক্কোর কাছ থেকে ৬০ হাজার টন টিএসপি সার, প্রতি টন ৭৮২ দশমিক ৬৭ ডলার দামে মরক্কোর কাছ থেকে ৪০ হাজার টন ডিএপি সার এবং প্রতি টন ৩৬১ ডলার মূল্যে রাশিয়ার কাছ থেকে ৩৫ হাজার টন এমওপি সার কেনা হবে।

বিএফআইইউ প্রধানের আপত্তিকর ভিডিও ভাইরাল: তদন্তে বাংলাদেশ ব্যাংক

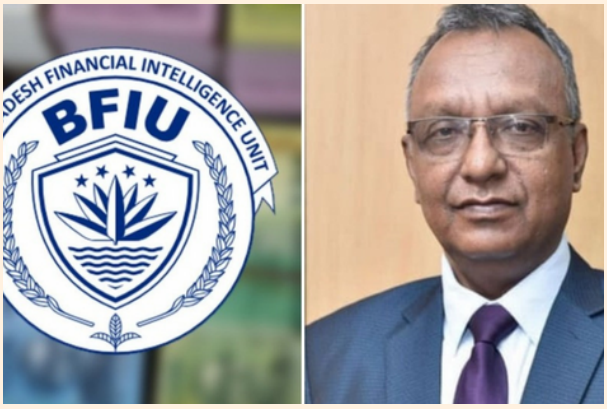

ডেস্ক রিপোর্ট: বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান এএফএম শাহীনুল ইসলামের একাধিক আপত্তিকর ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। বিষয়টির তদন্তে নেমেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ ভিডিওগুলোর সত্যতা যাচাই করছে।

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) গভর্নরের কাছে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার কথা রয়েছে।

ঘটনাটি এমন এক সময় সামনে এলো, যখন বিতর্কিত এনা পরিবহনের মালিক খন্দকার এনায়েত উল্লাহর ফ্রিজ করা অ্যাকাউন্ট থেকে ১৯ কোটি টাকা উত্তোলনের সুযোগ দেওয়ার অভিযোগে শাহীনুল ইসলাম সমালোচনার মুখে রয়েছেন।

গত নভেম্বরে বিএফআইইউ এনায়েত উল্লাহ ও তার পরিবারের ৫০টি অ্যাকাউন্টে ১২০ কোটি টাকা ফ্রিজ করেছিল। কিন্তু এপ্রিলে ব্যাংক আল-ফালাহ চারটি অ্যাকাউন্ট পুনরায় ফ্রিজ না করে তাকে ১৯ কোটি টাকা তুলতে দেয়। সম্প্রতি দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) এই তথ্য পেয়েছে, খবর ইত্তেফাক।

দুদকের তদন্তে আরও উঠে এসেছে, সড়ক পরিবহণ মালিক সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক এনায়েত উল্লাহ বিভিন্ন রুটের বাস থেকে দৈনিক ১ কোটি ৬৫ লাখ টাকা চাঁদা আদায় করতেন। গত ২৭ মে দুদকের আবেদনে আদালত ১২০ কোটি টাকা ফ্রিজের নির্দেশ দিলেও, এখন জানা গেছে অ্যাকাউন্টগুলোতে মাত্র ১০১ কোটি টাকা রয়েছে। এ নিয়ে অনৈতিক সুবিধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

এ প্রসঙ্গে শাহীনুল ইসলাম গণমাধ্যমকে বলেন, এনা পরিবহণের আবেদনের ভিত্তিতে ব্যবসা চালানোর জন্য টাকা তুলতে দেওয়া হয়েছে এবং বিএফআইইউ আগেও অনেক প্রতিষ্ঠানকে এমন সুযোগ দিয়েছে। দুদক জানতে চাইলে ব্যাখ্যা দেওয়া হবে। ভাইরাল ভিডিওর বিষয়ে তিনি দাবি করেন, এগুলো ভুয়া এবং তাকে হেয় করার ষড়যন্ত্র।

গত বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) থেকে ব্যক্তিগত হোয়াটসঅ্যাপ ও মেসেঞ্জারে ভিডিও ছড়াতে শুরু করে এবং সোমবার (১৮ আগস্ট) থেকে তা সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। এরপর বাংলাদেশ ব্যাংকসহ বিভিন্ন মহলে সমালোচনা শুরু হয়।

উল্লেখ্য, গত বছর ৮ আগস্ট আন্দোলনের মুখে বিএফআইইউর তৎকালীন প্রধান মো. মাসুদ বিশ্বাস পদত্যাগ করেন। দীর্ঘদিন পদ শূন্য থাকার পর জানুয়ারিতে শাহীনুল ইসলাম নিয়োগ পান। তবে গভর্নরের সার্চ কমিটি যেসব নাম প্রস্তাব করেছিল, তাতে তার নাম ছিল না। অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এ নিয়োগ হওয়ায় শুরু থেকেই বিতর্ক তৈরি হয়।

সবখবর সবার আগে পেতে ভিজিট করুন-

www.thedhakachat.com

The DhakaChat বাংলা

https://www.youtube.com/@DhakaChat
https://www.facebook.com/DhakaChatShow

Publisher: **DPH Agency**
E-mail: dhakachat.show@gmail.com